অতি গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক অধিশাখা -১
www.mhapsd.gov.bd

বিষয়ঃ বিদেশে অবস্থানরত আসামী (বাংলাদেশের নাগরিক)দের বিচারার্থে ও দন্ডদানার্থে বাংলাদেশে আনয়নের বিষয় পর্যালোচনা ও এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক নতুনভাবে গঠিত টাস্কফোর্সের ৩১-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার স্থানঃ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন "পদ্মা"।
তারিখ ও সময়ঃ ৩১-০৭-২০১৭ বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।

সভাপতি কর্তৃক সবাইকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার রায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ১২ জন আসামীর মধ্যে ২৮/০১/২০১০ তারিখে (১) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, (২) মেজর (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, (৩) মেজর (অবঃ) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ, (৪) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারী) এবং (৫) মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা-এ ৫ জন আসামীর দন্ড কার্যকর করা হয়। অপর এক জন আসামী মেজর (অবঃ) মোঃ আব্দুল আজিজ পাশা জিম্বাবুয়েতে মৃত্যুবরণ করেন। বাকী ৬ জন পলাতক আসামীর বর্তমান আনুমানিক অবস্থান নিম্নরূপঃ

ক্রঃ	পলাতক আসামীদের তালিকা	সম্ভাব্য অবস্থান
১.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুল রশিদ	পাকিস্তান/লিবিয়া
২.	মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম	পাকিস্তান/লিবিয়া/জিম্বাবুয়ে/স্পেন
৩.	মেজর (অবঃ) আবু মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরী	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৪.	মেজর (অবঃ) এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী	কানাডা
৫.	ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ	ডাকার (সেনেগাল)
৬.	রিসালদার (অবঃ) মোসলেহ উদ্দিন	জার্মানী

২। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামীদের মধ্যে দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক ৬ জনের বিষয়ে নতুন তথ্যের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কর্তৃক খুনীদের আত্মীয় স্বজনদের ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত রয়েছে। এর মাধ্যমে খুনিদের অবস্থান সম্পর্কে কোন ধরণের সূত্র খুঁজে বের করার উপর সভায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৩। সভায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের নামে বেনামে রক্ষিত সকল সম্পত্তি খুঁজে বের করার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যেঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশিদ এর মালিকানাধীন কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় ডিএম মিস-০১/২০১৪ নং মামলামূলে ১০.৮২২৫ একর সম্পত্তি এবং ডিএম মিস ০১/২০১৫ নং মামলামূলে ৬.১২ একর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারের ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে। খাস খতিয়ানভুক্ত বর্ণিত সম্পত্তি চান্দিনা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

(খ) মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিমের গুলশানের বাড়ীর বিপরীতে গৃহ নির্মাণ ঋণ ছিল। ঋণ পরিশোধ না করায় উক্ত বাড়ী বিক্রির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ঋণ সমন্বয়ের পর ব্যাংকের সান্ড্রি হিসাবে ৬৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৮.৭০ টাকা রয়েছে। উক্ত টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হলে সরকারের পক্ষ হতে কি কার্যক্রম কিভাবে গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সোনালী ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত টাকা আইনানুগভাবে বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংক প্যানেল আইনজীবির নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর একটি ব্রীফ হতে জানা যায়। এ বিষয়ে প্যানেল আইনজীবির মতামতের অপেক্ষা না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে অর্থ বাজেয়াপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা যায় মর্মে সভায় সকলে মত প্রকাশ করেন।

(গ) মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিমের ঢাকার ধানমন্ডি সাত মসজিদ আবাসিক এলাকায় ১০(দশ) কাঠার প্লট নং- ৭১৯ (পুরতান) সস্তি হক, পিতা- শরিফুল হক, মাতা-মৃত ফৌজিয়া হক ওরফে নিম্মি এর নামে গত ০২-০১-২০০৬ তারিখে ঘটনাত্তোর দান হস্তান্তরের অনুমতিসহ তার নামে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে নাম জারি করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। বর্তমানে এ প্লটের নামজারীকৃত মালিক হিসেবে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এর নাম নথিভূক্ত আছে। এছাড়া, তার নামে মোহাম্মদপুরে ৪ কাঠার একটি প্লট আছে মর্মে জানা যায়।

(ঘ) মেজর (অবঃ) এসএইচএম বি নূর চৌধুরী'র মালিকানাধীনে গুলশান এলাকায় অনুসন্ধান করে দেখা যায়, গুলশান আবাসিক এলাকায় তার নামে একটি প্লট বরাদ্দ ছিল যা ২৮/০৭/১৯৯৭ তারিখে বাতিল করা হয়।

(ঙ) রাশেদ চৌধুরীর মালিকানাধীন চাঁদপুরে ১.১৫ একর ভূমি লাল পতাকা দিয়ে ঘিরে সরকারের দখলে আনা হয়েছে এবং উল্লেখিত সম্পত্তি ১১/৫/২০১৪ তারিখে বাজেয়াপ্তকরণ ও খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) রিসালদার (অবঃ) মোসলেহ উদ্দিন এর নামে সুনামগঞ্জ ও নরসিংদীতে কোন সম্পত্তি আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

(ছ) দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে যাদের দন্ড কার্যকর হয়েছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের বিষয়ে আইনগত দিকটি খতিয়ে দেখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় এবং এটর্নি জেনারেলের দপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৪। ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ এর দু' জামাতার মধ্যে স্কোয়াড্রোন লিডার সৈয়দ মাহবুবুল আলম গত ২৪-১১-২০১৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। অপর জন মেজর মোহাঃ ইসমাইল আলম মুকুল'কে ১১ মে, ২০১৭ তারিখ হতে "অকালীন (স্বেচ্ছায়) অবসর" প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তাদের ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত আছে।

৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী রাশেদ চৌধুরীর প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। পুলিশ সদর দপ্তর এ বিষয়ে গত ২-৬-২০১০ তারিখ এক পত্র মারফত জানায় যে, **Operation INFRA-RED 2010** এ বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত রেড নোটিশধারী পলাতক আসামী এএম রাশেদ চৌধুরী এর বিষয়ে জারীকৃত রেড নোটিশ উপস্থাপন করা হয় এবং তাকে গ্রেফতার ও প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে INTERPOL

এর FIS (Fugitive Investigation Support) ইউনিট হতে NCB-Washington কে পত্র প্রেরণ করা হয়। Operation INFRA-RED 2010 এ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোন Extradition চুক্তি না থাকায় এএম রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে Extradition করা সম্ভব নয় বলে NCB-Washington পত্র মারফত জানায়। তবে Operation INFRA-RED 2010 এ অংশগ্রহণকারী মার্কিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে মতামত প্রদান করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সংস্থার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এএম রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র হতে বহিস্কার (Deportation) করে তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণায়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া রাশেদ চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্রের মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহপূর্বক ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। কূটনৈতিক ও আইনী প্রক্রিয়ায় রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে গৃহীত কূটনৈতিক কার্যক্রমের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবহিত করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর অবৈধ অভিবাসী, বিশেষত অপরাধীদের বহিষ্কারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র সচিব তাঁর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরে (২০-২১ জুন ২০১৭) জাতির পিতার হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ও হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালকের নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া আইনজীবীর সাথে সমন্বয়ে দূতাবাস পররাষ্ট্র ও বিচারিক দপ্তরের সাথে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখছে।

৬। কানাডায় অবস্থানরত নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ এর একজন যুগ্মসচিবের নের্তৃত্বে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধিসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ২৪-২৫ এপ্রিল সময়ে কানাডা সফর করে। সফরকালে প্রতিনিধি দলটি নুর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে Ms. Julia Bentley, Director General (South Asia) of Global Affairs, Canada এর নের্তৃত্বে একটি উচ্চ পদস্থ কানাডীয় প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। আলোচনাকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ হতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক রেড নোটিশধারী আসামী এসএইচএমবি নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণের আশ্বাস ব্যতীত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কানাডার আইনের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে কানাডীয় প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে তাদের এ মূহূর্তে তেমন কিছু করার নেই বলে জানায়। তবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের অব্যাহত যুক্তির প্রেক্ষিতে এ মুহূর্তে নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সুযোগ নেই মর্মে জানালেও উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে এ বিষয়ে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কানাডা সম্মত হয়। কানাডীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায়, নূর চৌধুরী যেহেতু কানাডায় কোন অপরাধ সংঘটন করেননি, তাই তাকে কানাডা সরকার বহিষ্কারের পরিকল্পনা করছে না, তবে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় বা কানাডার নাগরিকত্ব-ও প্রদান করা হয়নি। চলতি বছরের অক্টোবর/নভেম্বর মাসে কানাডার সাথে বাংলাদেশের 'ফরেন অফিস কনসাল্টেশন' অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত ফরেন অফিস কন্সাল্টেশনের সময় নূর চৌধুরীর প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সভায় জানানো হয়। । এছাড়া কানাডায় অবস্থানরত নূর চৌধুরীর মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহপূর্বক ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

৭। নূর চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আইনী প্রক্রিয়ার আগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। এসময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ লক্ষ্যে নিযুক্ত আইনজীবী John Terry কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জানান, নূর চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আইনী প্রক্রিয়ায় কানাডার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এসময় তিনি জানান, নূর চৌধুরীর রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন বাতিল হবার পর তাঁর বহিষ্কারের লক্ষ্যে একটি ডিপোর্টেশন আদেশ জারি হয়েছিল। তবে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে এই মর্মে নূর চৌধুরী কানাডার অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট Pre-risk Removal Asessment (PRRA) আবেদন করায় উক্ত আদেশ কার্যকর করা সম্ভব

হয়নি। আইনজীবীগণ ধারণা করেন নূর চৌধুরীর PRRA আবেদন এখন অনিষ্পন্ন রয়েছে। আইনী প্রক্রিয়ায় নূর চৌধুরীর প্রত্যাবাসন তরান্বিত করতে হলে তাঁর উক্ত আবেদনের বর্তমান অবস্থা জানা জরুরী। এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমত উপরোক্ত তথ্যের জন্য কানাডার অভিবাসন সংক্রান্ত মন্ত্রীর নিকট দরখাস্ত আবেদন করতে হবে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরেই প্রয়োজনে কানাডার আদালতে এ বিষয়ে মামলা দায়ের (Judicial review) করা হবে। আইনী প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীর locus standi প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উক্ত আবেদনে এক বা একাধিক কানাডীয় বাংলাদেশী নাগরিককে সম্পৃক্ত করা যাতে পারে বলে সভায় মত দেয়া হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এফিডেভিট প্রদান করতে পারেন বলে সভায় সকলে সম্মত হন।

০৮। রিসালদার (অবঃ) মোসলেহ উদ্দিন এর বিষয়ে এনসিবি-ঢাকা হতে তার অবস্থান সনাক্তকরণসহ গ্রেফতারের লক্ষ্যে NCB-Wiesbaden, Germany-তে গত ০৯/০৮/২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পূনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খন্দকার আব্দুর রশিদ ও শরিফুল হক ডালিম পাকিস্তানে অবস্থান করছে মর্মে জানা গেলেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। শরিফুল হক ডালিমকে সম্প্রতি স্পেনে দেখা গেছে বলে স্থানীয় লোকজন মারফত জানা গেছে । বাংলাদেশ দূতাবাস এ বিষয়ে নজরদারী বজায় রেখেছে ।

৯। দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে যারা বিভিন্ন দেশে ঘোরাফেরা করে মর্মে জানা যায় সেসব দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও তাঁর মাধ্যমে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এ বিষয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ প্রদান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের পাসপোর্ট ইতোমধ্যে বাতিল না হয়ে থাকলে তা বাতিলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করাসহ তাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলে পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

১০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	বিষয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	ক) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দন্ডপ্রাপ্ত খুনিদের অবস্থান নিশ্চিত করতে তাদের আত্মীয় স্বজনদের মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত থাকবে। তারা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে। সংগৃহীত ডাটাবেজের ভিত্তিতে নিবিড় অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করতে হবে। খ) দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী নুর চৌধুরীর কানাডার এবং রাশেদ চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্রের ফোন নম্বর সংগ্রহপূর্বক ফোন ট্র্যাকিং অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই/বাংলাদেশ পুলিশ খ) এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই/বাংলাদেশ পুলিশ
২.	ক) দন্ডপ্রাপ্ত খুনিদের অবস্থান নিশ্চিত করতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজির নেতৃত্বে গঠিত দল তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। খ) দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের পাসপোর্ট ইতোমধ্যে বাতিল না হয়ে থাকলে তা বাতিলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করতে হবে। গ) দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিলে পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।	ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পুলিশ খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩.	ক) দন্ডপ্রাপ্তদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। যে কোন ধরনের সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া মাত্রই আদালতের নির্দেশনার আলোকে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ক)এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই/ বাংলাদেশ পুলিশ

	খ) দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের মধ্যে যাদের দন্ড কার্যকর হয়েছে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের বিষয়ে আইনগত দিকটি খতিয়ে দেখতে হবে।	খ) আইন মন্ত্রণালয়, এটর্নি জেনারেলের দপ্তর
৪.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুল রশিদ এর -পাকিস্তানে অবস্থানের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫.	মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম- (ক) তার গুলশানের বাড়ি নিলামে বিক্রির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ঋণ সমন্বয়ের পর ব্যাংকের সান্ড্রি ডিপোজিট হিসাবে রক্ষিত অবশিষ্ট ৬৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৮.৭০ টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে দ্রুত বাজেয়াপ্ত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করতে হবে। (খ) তার নামে মোহাম্মদপুরে ৪ কাঠার একটি প্লট থাকতে পারে। সে বিষয়ে আরও খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। (গ) ঢাকার ধানমন্ডি সাত মসজিদ আবাসিক এলাকায় ১০ (দশ) কাঠার প্লট বর্তমানে নামজারীকৃত মালিক হিসেবে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড। এ বিষয়ে অধিকতর খোঁজ নেয়া প্রয়োজন।	ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খ) এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই/বাংলাদেশ পুলিশ গ) বাংলাদেশ পুলিশ/এসবি /এনএসআই/ডিজিএফআই
৬.	ক) মেজর (অবঃ) আবু মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র হতে ফেরৎ আনার লক্ষ্যে নিয়োগকৃত 'ল' ফার্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। খ) যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সংস্থার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হিসেবে রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র হতে বহিষ্কার করার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭.	মেজর (অবঃ) এসএইচএমবি নূর চৌধুরী- (ক) কানাডা সংবিধান অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত বা মৃত্যুদন্ডের সম্ভাবনা থাকলে তাকে দেশে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিশেষ ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করার নজির রয়েছে। এ আলোকে কানাডীয় সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। (খ) আইনী প্রক্রিয়ায় নূর চৌধুরীর PRRA আবেদন এর নিষ্পত্তির জন্য কানাডার অভিবাসন মন্ত্রীকে অনুরোধ করা এবং উক্ত আবেদনের ফলাফল নূর চৌধুরীর পক্ষে গেলে কানাডার সুপ্রিম কোর্টে Judicial Review এর আবেদন করা হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবেদনকারী হিসেবে এক বা একাধিক কানাডীয় বাংলাদেশী নাগরিক এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এফিডেভিট প্রদান করতে পারেন।	ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ আইন ও বিচার বিভাগ
৮.	ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ এর জামাতা অবসর প্রাপ্ত মেজর মো: ইসমাইল আলম মুকুল এবং অপর জামাতা অবসর প্রাপ্ত স্কোয়াড্রোন লিডার সৈয়দ মাহবুবুল আলম এর উপর	বাংলাদেশ পুলিশ, ডিজিএফআই

	নজরদারী অব্যাহত রাখতে হবে।	
৯.	ক) রিসালদার (অবঃ) মোসলেহ উদ্দিন এর জার্মানীতে অবস্থানের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ তথ্য সংগ্রহ করবে। খ) রিসালদার (অবঃ) মোসলেহ উদ্দিন এর নামে সুনামগঞ্জ ও নরসিংদীতে কোন সম্পত্তি আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে।	ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ/NCB, ডিজিএফ আই, এনএসআই খ) এসবি/এনএসআই/ ডিজিএফআই/ বাংলাদেশ পুলিশ
১০.	দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীরা যেন অবাধে ইউরোপীয় দেশসমূহে চলাফেরা করতে না পারে তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য সেসব দেশের সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া সেসব দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও তাঁর মাধ্যমে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এ বিষয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত/-
(আনিসুল হক)
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, টাস্কফোর্স।
তারিখ : ১২/৮/২০১৭

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৪.০৬.০০২.১৪-৪৭১(১১) তারিখ ১৩-০৮-২০১৭।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. এটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৬. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।

(জিনাত আরা)
উপসচিব
ফোন/ফ্যাক্স-৯৫৭৪৫২২
ই-মেইলঃ dspolitical1@mha.gov.bd.